নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা

নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা

নিধুবাবু/বাবু বাংলা/‘গীতরত্ন’

রমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদিত

NIDHUBABU O TAR TAPPA

A definitive edition of Gitaratna with an introduction to the life and times of Ramnidhi Gupta.

Edited by Ramakanta Chakrabarty

First Punascha Edition
Book Fair, 2001
Current Edition
January 2026

ISBN 978-81-7332-203-7

© গ্রন্থকার

Price
₹ 395

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
বইমেলা, ২০০১
পরিমার্জিত সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৬

দাম
₹ ৩৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

পুরাতন বাংলা গানের একনিষ্ঠ সাধক
স্বর্গত কালীপদ পাঠকের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

১৯৭১-এ 'বিস্মৃত দর্পণ। নিধুবাবু। বাবু বাংলা। গীতরত্ন। নামে আমার সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বইটি এখন 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা গান' আখ্যা সহ প্রকাশিত হল। কিন্তু এখানে সঙ্কলিত টপ্পা গানগুলোর পাঠ বহু ক্ষেত্রে আগের বইতে দেওয়া পাঠ থেকে ভিন্ন।' গীতরত্ন-এর প্রথম সংস্করণ নিধুবাবুর জীবদ্দশায় ১২৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পাঠই এখানে যথাক্রমে ১২৬৩ এবং ১২৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গীতরত্ন'-এর পাঠের সঙ্গে মিলয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর দেখা গেল না। গ্রন্থ-তালিকায় কয়েকটি নতুন আখ্যা যোগ করা হয়েছে। পুরাতন বাংলা গানের বা টপ্পা গানের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্বন্ধে গবেষণা এখনও তেমন কিছু হয়নি। পেশাদার ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। যদি এই বই আধুনিক গবেষকদের কাজে লাগে, তবে ধন্য হব। বইটির প্রকাশনার জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ) আমাকে সব রকম সাহায্য করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা। 'পুনশ্চ' সংস্থার পরিচালক শ্রীসন্দীপ নায়ক উদ্যোগী হয়ে এই বই প্রকাশ করলেন। তাঁকে, এবং তাঁর সংস্থার কর্মীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

প্রাক্-কথন

রামনিধি গুপ্ত রচিত গীতসমূহ 'গীতরত্ন'-এর তিনটি সংস্করণ (১২৪৪, ১২৬৩, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ) থেকে সংকলিত হয়েছে। সংস্করণগুলিতে পাঠের বিশেষ বিভিন্নতা নেই। নিধুবাবুর নামে প্রচলিত গানগুলি যে-সব গীত-সংকলন থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের নাম পরিশিষ্টে উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বে 'গীতরত্ন'-এর কোনো সংস্করণেই গীতসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়নি। গানের চরণগুলি গদ্যের ভঙ্গিতে মুদ্রিত হয়েছে। এই সংস্করণে গানের চরণ-বিন্যাস রীতি-সম্মত করা হয়েছে। প্রতিটি গানের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। শেষে একটি গীত-সূচি সংযোজিত হল। 'অবতারণা'য় টপ্পা-গানের কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্পাদক পণ্ডিতগণের মতামত উদ্ধৃত করেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পাদকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সামান্যই। নিধুবাবুর জীবনী ও টপ্পা সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ার ফলে 'অবতারণা' বিলম্বিত হয়েছে।

প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় এই বইয়ের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে সম্পাদকের ঋণ অপরিশোধ্য। অধ্যাপক স্বপন মজুমদার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অলোক রায়, অধ্যাপক কমলাপ্রসাদ ঘোষ এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতী ছবি চক্রবর্তী সম্পাদকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য-এ বই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে যে-সাহস দেখিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসীয়। ছাপার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য 'সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস'-এর সত্বাধিকারী ও কর্মিগণের প্রতি সম্পাদক কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা — সম্পাদক

১৫ই আগস্ট, ১৯৭১

নিধুবাবুর ‘‘গীতরত্ন’’

অষ্টাদশ শতকের প্রায় প্রথম থেকে শুরু ক’রে ঊনবিংশ শতকের শেষ অবধি বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের নতুন করে ব্যাপক চর্চার যে ইতিহাস আমরা পাই তাতে দেখি, পশ্চিম ভারতের বহু বড়ো বড়ো ওস্তাদ বাংলাদেশে ঐ-সময়ে এসেছেন ধনী ও জমিদারদের নিমন্ত্রণে। বাঙালিরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কাছে গান শিখেছেন। অনেকে বাংলাদেশের বাইরেও গেছেন, একই কারণে। তখনকার দিনে হিন্দী সঙ্গীতের চর্চার মূল কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত শহরে। তার একটি হল বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর; দ্বিতীয়টি, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর রাজ দরবার, তৃতীয়টি বর্ধমানের রাজবাটি এবং চতুর্থটি গড়ে উঠেছিল কলকাতার কয়েকজন ধনীদের বাড়ির বৈঠকখানাকে কেন্দ্র করে। সঙ্গীতের এই ক’টি কেন্দ্রের সাহায্যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অনেক নামকরা গায়কের উদ্ভব হয়। কলকাতা ছিল এই সঙ্গীত আন্দোলনের বড়ো কেন্দ্র। কিন্তু হিন্দী ওস্তাদি গান শিখে, তার নিয়মকানুন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেও বাঙালি গায়কেরা খুশি থাকতে পারেননি। নিজের মুখের ভাষায় ওস্তাদি সঙ্গীতকে সাজিয়ে নিয়ে, তাকে সম্পূর্ণ আপনার করে নেবার প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল অষ্টাদশ শতক থেকে তাদের মধ্যে। এ কাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশের সঙ্গীতের একটি নতুন রূপ। সঙ্গীতে এই নব যুগের প্রবর্তক হলেন রামনিধি গুপ্ত, যাঁকে বংলাদেশ চিনতো নিধুবাবু নামে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বহু বৎসর ব্যাপী একান্ত সাধনায়, সে-যুগের ওস্তাদের কাছে নানা প্রকার হিন্দী গানের চর্চা করে নিধুবাবু শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশতকের প্রারম্ভে হিন্দী টপ্পা গানের সাহায্যে বাংলা ভাষায় নতুন ঢং-এ আখড়াই গানের প্রবর্তন করলেন। সে গান শুনে সে-যুগের বাঙালি-রসিক সমাজ খুবই মুগ্ধ হল। পরে দেখা গেল, ঊনবিংশ শতকের হাফ্-আখড়াই, শাক্তসঙ্গীত, যাত্রাগান, পাঁচালি গানেও তার প্রভাব। রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রচনা করেছিলেন ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী সঙ্গীত, তখনকার দিনের ঐ-রূপ টপ্পার ঢং-এ। পরবর্তী যুগে থিয়েটারেও টপ্পা অঙ্গের গান প্রচুর গাওয়া হত।

বাংলা টপ্পাতে হিন্দী রাগরাগিণীর ব্যাপক ব্যবহারের প্রতি নিধুবাবুর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে সে-যুগের প্রচলিত কোনো প্রকার দেশি সুরের গান তাঁকে রচনা করতে দেখা যায় না। তিনি সে-যুগে প্রচলিত হিন্দী গানের শুদ্ধ ও মিশ্র রাগিণী যেমন ব্যবহার করতেন,

তেমনি নিজে সৃষ্টিও করেছিলেন বেশ কিছু মিশ্র রাগরাগিণী। নিধুবাবুর দ্বারা প্রবর্তিত মিশ্রণের এই ধারাটিই পরবর্তী বাঙালি রচয়িতাদের মিশ্র রাগিণীর বাংলা-গান রচনায় খুবই উৎসাহিত করেছিল।

নিধুবাবু রচিত বাংলা টপ্পা গান ঊনবিংশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করার একটি বড়ো কারণ হল, গানের বিষয়বস্তু। তিনি রচনা করে গেছেন প্রেমের গান। কিন্তু, যে-প্রেমের রূপ তিনি তাঁর গানে এঁকেছিলেন, তাতে ছিল সে-যুগের নগর সমাজের প্রণয়-ঘটিত জীবনের প্রকৃত চিত্র। পূর্ব-যুগের কবিদের মতো প্রেমের চিত্র তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মাধ্যমে আঁকতে চাইলেন না। এ-পথে নিধুবাবু খুবই সাহসের সঙ্গে পা বাড়িয়েছিলেন, এবং বহু যুগের প্রচলিত একটি প্রথার পরিবর্তনে সমর্থও হয়েছিলেন। এদিকে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

বাংলা গানের বাণী ও রাগিণীর মিলনের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমাদের দেশে সঙ্গীতের দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় বাংলার বাইরে আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে। বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এই জন্যে গানের বাণীকে সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়।

সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের শুচিতা প্রকাশ পায়। বাণীর সহযোগে গান রূপে তার শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যাবে না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীতের রীতিটিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।

গুরুদেব তাঁর এই ক-টি কথার ভিতর দিয়ে নিধুবাবু এবং ঊনবিংশ শতকের বাংলা গান ও তার রচয়িতাদের প্রকৃতিটিকেই প্রকাশ করে গেছেন। এ-কথা সত্য যে, ঊনবিংশ শতকে বাংলা ভাষার গান রচনা করে যাঁরাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা সকলেই সে-যুগের কোনো না কোনো খ্যাতনামা ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের চর্চা করেছিলেন, কিম্বা রচনার সময় তাঁদের সাহায্য নিতেন। তাঁদের ওস্তাদি গানের রাগরাগিণী এবং তাল ও লয়ের উপর সম্পূর্ণ দখল ছিল বলেই বাংলা গানে রাগিণীর সঙ্গে বাণীকে সহজে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলেন, বা রাগিণীর মিশ্রণ তাঁদের কাছে এত সহজ হয়েছিল।

নিধুবাবুর টপ্পার ভাষা ছিল বাংলা। তাই, হিন্দী গানের রাগরাগিণীর নিয়ম ও তার গায়কীটিকে বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত করেও নিজের গানে তাকে তিনি প্রাধান্য দেননি। বাণী ও রাগিণীর সমন্বয় করতে পেরেছিলেন বলেই মূল টপ্পার গীত-পদ্ধতিকে হুবহু তাঁর গানে

তিনি ব্যবহার করলেন না। তাই, তাঁর হাতে পড়ে বাংলা টপ্পায় গীত-পদ্ধতিতে বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল। সে-যুগের প্রচলিত হিন্দী গানের নিয়মকে তিনি সহজেই লঙ্ঘন করেছিলেন, বাণীর সাথে রাগিণীর মিলনের কথা চিন্তা করে। তাহলেও নিধুবাবুর বাংলা টপ্পা গাইতে হলে বহুদিনের একান্ত পরিশ্রমের বা সাধনার প্রয়োজন হতো। রাগ-রাগিণীর যথার্থ রূপ এবং তাল ও লয়ের নিখুঁত বোধ মনে গেঁয়ে না নেওয়া পর্যন্ত এ গান সকলের পক্ষে গাওয়া সম্ভব হতো না। এই কারণে পরবর্তী হাফ আখড়াই গানে, নিধুবাবু প্রবর্তিত টপ্পাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে নিতে হয়েছিল। ক্রমশ নিধুবাবু প্রবর্তিত এই টপ্পা আরো সহজ হয়ে গোপল উড়ে প্রভৃতির যাত্রাগানে, দাশরথী রায়ের মতো পাঁচালীর গানে, কবিগানে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে প্রচলিত থিয়েটারের গানে ব্যাপকভাবে স্থান গ্রহণ করে। পরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ খ্যাতনামা বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতাদের গানেও দেখা গেল এই সহজ ধারার টপ্পার প্রভাব। বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাসে নিধুবাবু এই কারণে চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর গানের প্রকৃত মূল্যায়ন এ পর্যন্ত এখনো তেমন হয়নি। লিরিক কাব্য হিসাবে সাহিত্যিকেরা মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন এ-গান নিয়ে। অনেকেই বলেছেন, গানগুলির কাব্য-মূল্য তেমন কিছু নয়, বা গানগুলি শিক্ষিত সমাজের অনুপযোগী। কিন্তু, ঊনবিংশ শতকের বাঙালি নগর সমাজের নরনারীর জীবনচর্চা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান যাঁদের আছে, তাঁরা সহজেই অনুভব করবেন যে, সেই পরিবেশে এইরূপ গানই ছিল একমাত্র সম্ভব। এ-গানে গত শতাব্দীর মানব সমাজের প্রণয়লীলার একটি দিক নিধুবাবুই প্রথম তাঁর গানে অতি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রত করে যেতে পেরেছিলেন। গানগুলি যুগমনের প্রতিচ্ছবি।

নিধুবাবুর গানগুলি গত শতাব্দীতে বাঙালি সঙ্গীত-রসিক সমাজের সুবিধার্থে একত্র সংগ্রহ করে ''গীতরত্ন'' নামক গ্রন্থে প্রথম প্রকশ করা হয় ১২৪৪ সালে। নিধুবাবু নিজেই ছিলেন তার প্রকাশক। তাঁর মৃত্যুর পর ''গীতরত্নে''র আরো দুটি সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, চিৎপুরের বটতলা থেকে, তাঁর পুত্রের দ্বারা। এইভাবে সে-যুগে ৩০ বছরের মধ্যে ''গীতরত্ন'' গ্রন্থের এই তিনটি সংস্করণ নিধুবাবুর গানের জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

''গীতরত্ন'' গ্রন্থটির কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। নিধুবাবুর সঠিক জীবনী এবং তাঁর গানের সম্পূর্ণ তালিকার এটিই হলো একমাত্র নির্ভরযোগ্য বই। এইরূপ একটি দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পাদনা করে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত চক্রবর্তী বাঙালি সঙ্গীত রসিকদের খুবই উপকার করেছেন। গ্রন্থটির অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

শান্তিনিকেতন,
৮ই আগস্ট, ১৯৭১

শান্তিদেব ঘোষ

সূচিপত্র

অবতারণা	
নিধুবাবুর জীবনী	১৯
টপ্পা গানের সামাজিক পটভূমি	৩১
পক্ষীর দল	৪৩
আখড়াই গান	৪৮
নিধুবাবুর কবিতা	৫৯
নিধুবাবুর টপ্পা	৭১
গানের যুগের অন্যান্য কবি	৭৭
নিধুবাবুর গান ও কুম্ভিলক	৯০
ঊনবিংশ শতাব্দীতে ‘নিধুর টপ্পা’র ইতিহাস (১)	৯৫
ঊনবিংশ শতাব্দীতে ‘নিধুর টপ্পা’র ইতিহাস (২)	১০৮
‘গীতরত্ন’ (১২৪৪)-এর ভূমিকা	১১৬
রাগ-রাগিণী সূচি	১১৭
‘গীতরত্ন’	১২৩
পরিশিষ্ট	২৩৮
সংক্ষিপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ-তালিকা	২৫৩
সংখ্যানুক্রমিক গীতসূচি	২৫৫